আমরা কোথায় আছি

সুলতানা কামাল

১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। জাতিসংঘ এবার বিশেষভাবে এ দিবসকে পালন করার উদ্যোগ নিয়েছে, কারণ মানবাধিকারকে সংজ্ঞায়িত করা এবং তা বাস্তবায়নে জাতিসংঘের যে মানবাধিকার আন্দোলন শিগগিরই তা ৫০ বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ এবারের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে– 'আমাদের অধিকার, আমাদের স্বাধীনতা– থাকুক সর্বদা।' এবারের মানবাধিকার দিবসকে ঘিরে বছরব্যাপী ব্যাপক প্রচারণাও হাতে নিয়েছে জাতিসংঘ। মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক দলিলগুলো যেহেতু অধিকার চর্চার স্বাধীনতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাই এ বছরের প্রতিপাদ্যে জাতিসংঘও অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে সর্বদা যেন আমাদের স্বাধীনতা অটুট থাকে তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

কিন্তু ২০১৫ সালে বাংলাদেশে অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' বিষয়টা ছিল চরম উপেক্ষিত। জীবনের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে জীবনধারনের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা থেকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ভিন্নমত পোষণ করা থেকে শান্তিপূর্ণভাবে তা প্রকাশ করতে পারার স্বাধীনতা– সবকিছুই হয়েছে নিদারুনভাবে উপেক্ষিত।

২০১৪ সালের মত ২০১৫ সালও শুরু হয় রাজনৈতিক সহিংসতা দিয়ে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি প্রধান বিরোধী দলসমূহের বর্জনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সেই নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচনের দাবিতে ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি সমাবেশ অনুষ্ঠানের কর্মসূচি দেয় বিরোধী দলগুলো। সরকারের পক্ষ থেকে সেই কর্মসূচি পালনের অনুমতি না দিয়ে বিএনপি নেত্রীকে তার কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, সম্ভাব্য নাশকতা এড়ানোর জন্যই সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি এবং বিএনপি নেত্রীকে সমাবেশে যেতে দেয়া হয়নি। এর পরদিন থেকেই সারাদেশে শুরু হয় বিরোধী দলের ডাকা লাগাতার অবরোধ এবং একই সঙ্গে নাশকতা। টানা ৬৬ দিন ধরে চলে এই অবরোধ। অবরোধ চলাকালীন পেট্রোল বোমা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান ৭০ জন। এসব হামলা থেকে রক্ষা পায়নি নারী-শিশু-বৃদ্ধ। হামলা হয়েছে স্কুলে, পাঠ্যপুস্তকবাহী গাড়িতে। হত ও আহতদের প্রায় প্রত্যেকে ছিলেন সাধারণ মানুষ, বেশিরভাগই দরিদ্র- বাস ও ট্রাকের চালক, সহকারী-রাজনীতির সঙ্গে তাদের সরাসরি সংশ্রব ছিলনা। এর বিপরীতে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনীর বলপ্রয়োগের মাত্রাও এ সময় ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে যায়। আমাদের তথ্য সংরক্ষণ অনুযায়ী, বছরে অক্টোবর পর্যন্ত গুমের শিকার হয়েছেন ৪৭ জন। নভেম্বর পর্যন্ত কথিত 'ক্রসফায়ার' আর বন্দুকযুদ্ধে মারা গেছেন ১৫৩ জন। উল্লেখ্য, এসব বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের যারা শিকার হয়েছেন তাদের অধিকাংশই বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী যদিও এসব হত্যাকাণ্ডের দায় অস্বীকার করেছে, কিন্তু অধিকাংশের স্বজনের অভিযোগ– তাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়েই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে চলতি বছরের চিত্র ছিল উদ্বেগজনক। একদিকে মুক্তমনা লেখক-প্রকাশকদের ওপর হামলা এবং তাদের নৃশংসভাবে হত্যা, অন্যদিকে আইনি, প্রশাসনিক ও বিচারিক পদ্ধতিতে ভিন্নমতকে রুদ্ধ করার চেষ্টা। সর্বোপরি ভিন্নমতের প্রতি যে ব্যাপক অসহিষ্ণুতা তৈরি হয়েছে তাকে নিরুৎসাহিত না করে বরং প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি বইমেলা থেকে ফেরার পথে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ও মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ রায়কে। ফেব্রুয়ারিতে অভিজিৎকে হত্যা দিয়ে শুরু হয়ে চলতি বছর নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ জন মুক্তমনা লেখক-প্রকাশক

নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, আহত হয়েছেন দু'জন আর চরম আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন অনেকে। এর মধ্যে নতুন করে হুমকি দেয়া হয়েছে ড. আনিসুজ্জামান ও হাসান আজিজুল হকের মতো প্রতিথযশাসহ আরো অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবীকে।

এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কাউকে কাউকে আটক করা হয়েছে, কিন্তু তারাই যে প্রকৃত হত্যাকারী সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু জানাতে পারেনি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। বিচারকার্যও চলছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। উপরন্তু সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা নানা সময়ে এমন বক্তব্য দিয়েছেন যার মাধ্যমে অপরাধীদের উৎসাহ পাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি আইনের ভিন্নমতের কণ্ঠরোধ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্বকারী বৈশিষ্ট্য, বিশেষতের ৫৭ ধারা নিয়ে আমরা বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করে এসেছি। সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল সাংবাদিক প্রবীর সিকদারকে এই আইনে আটক করা, রিমাণ্ডে নেয়া। পরে চটজলদি জামিন মঞ্জুর করে তাকে মুক্তি দেয়া। অভিযোগ ওঠে যে প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বার্থবিরুদ্ধ অবস্থান নেবার কারণে তাকে এই আইনে আটক করা হয় ও রিমাণ্ডে নেয়া হয়। কিন্তু পরে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে তার জামিনের ব্যবস্থা হয়। আইন ও আদালতকে মর্জিমাফিক চালানোর এ ধরনের আরেকটি ঘটনা– পথশিশুদের নিয়ে কাজ করা অদম্য ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবকদের আটক করা, রিমান্ডে নেয়া এবং প্রায় দু'মাস পর সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তাদের জামিন লাভ। উভয় ঘটনাতেই ভুক্তভোগীদের জামিন লাভ স্বস্তিকর বটে, কিন্তু এসব ঘটনায় যে প্রক্রিয়ায় আইন-আদালতসহ সংশ্লিষ্ট সবাই তাদের ভূমিকা রেখেছেন তা গভীর উদ্বেগের বিষয়। এ লেখা যখন লিখছি তখন ফেসবুক, ভাইবার ও হোয়াট্স অ্যাপ-এর মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো বন্ধের প্রায় এক মাস হতে চলল।

এ বছর মানব পাচারের এক ভয়াবহ চিত্র উন্মোচিত হয়েছে আমাদের সামনে। থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী ও মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের অসংখ্য গণকবরের সন্ধান লাভ, গভীর সমুদ্রে ভাসমান ক্ষুধার্ত রোগাক্রান্ত মৃতপ্রায় মানুষদের ছবি-খবর, ইন্দোনেশিয়ার আচেহ উপকূলের কাছাকাছি দরিয়ায় খাবার নিয়ে ক্ষুধার্তদের মারামারিতে শতাধিক মানুষের প্রাণহানী- এসব খবর আমাদের সামনে এই বাস্তবতা হাজির করে যে, বাংলাদেশের বেকার, ভাগ্যান্বেষী মানুষরা দালালদের প্রলোভনে পড়ে, বৈধ ও সুগম পথে বিদেশে যাবার উদ্যোগের স্থবিরতার কারনে এই ঝুকিপূর্ণ অবৈধ উপায়ে মালয়েশিয়া যাবার পথ বেছে নিচ্ছে। এই দালালদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের ঘটনা আমরা দেখিনা।

চলতি বছর জাতিসংঘের শিশু অধিকার রক্ষা কমিটিতে বাংলাদেশের শিশু পরিস্থিতির মূল্যায়ন হয়েছে। এতে শিশু কল্যাণে নেয়া বিভিন্ন ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ কিছু সাধুবাদ পেয়েছে। কিন্তু শিশু হত্যার ক্ষেত্রে বর্তমান বছর বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। শুধু সংখ্যার দিকে থেকে নয়, যে ধরনের ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর পন্থায় শিশুদের হত্যা করা হয়েছে তা সমাজের বিশেষ বৈকল্যকে ইঙ্গিত করে। যে শিশুদের নৃশংস কায়দায় হত্যা করা হয়েছে তাদের অনেকেই শিশু শ্রমিক। ২৯ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত ৭ দিনে ৭টি শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। বছর শেষে আমরা দ্রুততার সাথে রাজন, রাকিব, সাঈদ হত্যার বিচার সম্পন্ন হতে দেখছি বটে, কিন্তু শিশু হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনাগুলো শিশুদের প্রতি আমাদের আরো অধিক মনোযোগ ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সরকারদলীয় ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বেপরোয়া আচরণ এবং তাদের দায়মুক্তি দেবার চেষ্টা ছিল চলতি বছরের অন্যতম উদ্বেগের বিষয়। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ, এরকম সংঘর্ষ চলাকালে মায়ের পেটে শিশুর গুলিবিদ্ধ হওয়া, জনৈক সাংসদের গুলিতে শিশুর আহত হওয়া, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাতিজার বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে পথচারীকে আহত করা এবং পরবর্তী সময়

পুলিশের তাকে রক্ষা করার চেষ্টা– ইত্যাদি ঘটনা এই দুঃখজনক সত্যকে সামনে নিয়ে আসে যে– এদেশে আইন সবার জন্য সমান নয়।

সভা সমাবেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও এ চিত্র ছিল দুর্ভাগ্যজনক। বিরোধী দলগুলোকে কার্যত কোন সভা-সমাবেশই করতে দেয়া হয়নি। বিভিন্ন অজুহাতে গ্রেফতার, জামিন না দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের মৌলিক স্বাধীনতা হরন করা হয়েছে। বর্ষবরণ উৎসবে নারীদের যৌন হয়রানীর প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশ, শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, প্রশ্ন-ফাঁসের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ, আদিবাসীদের বিভিন্ন সমাবেশ– তা ভূমিরক্ষার আন্দোলনই হোক আর উৎসবের শোভাযাত্রাই হোক, অথবা সুন্দরবন রক্ষা অথবা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় আয়োজিত শান্তিপূর্ণ সভা-সভাবেশ– সবকিছুকেই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভণ্ডুল করা হয়েছে যা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। সেপ্টেম্বরে টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে ছেলের সামনে মাকে নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিবাদে পুলিশের মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ঘটনাটি ছিল নজিরবিহীন। এ ঘটনায় তিনজন নিহত হন এবং আরো অনেকে গুলিবিদ্ধ হন।

ধর্মীয় উগ্রপন্থার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার প্রবণতা চলতি বছরের আরেকটি উদ্বেগের বিষয়। বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর নামে দেশের এবং বিদেশের মানুষকে হত্যা– হুমকি প্রদান, দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলা এবং এসব নিয়ে সরকারের অস্বীকারের অথবা বিরোধীদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা আমাদের মনে গভীর শঙ্কার জন্ম দিয়েছে।

ভারতের সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত স্থলসীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর ছিল বর্তমান বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর মাধ্যমে ভিনদেশের জঠর থেকে মুক্ত হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের ১৬২টি ছিটমহল। প্রায় ৫৯ হাজার ছিটমহলবাসীর জন্য এটি ছিল স্বাধীনতা অর্জনের সমতুল্য। কিন্তু ছিটের মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমিসমস্যাসহ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাসহ আনুষঙ্গিক মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রতি কতটা নজর দেয়া হয় তা দেখার বিষয়।

আমরা উদ্বেগের সঙ্গে দেখছি যে, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচণ্ড অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, রাষ্ট্রীয় স্বার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার নামে রাষ্ট্র নিপীড়নমূলক আচরণ করছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন-রাষ্ট্রের স্বার্বভৌমত্ব চূড়ান্ত বিচারে জনগণের স্বার্বভৌমত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, বরং পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত করেই কেবল রাষ্ট্রের প্রকৃত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। আর জনগণের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সুরক্ষা না করে তাদের সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয়।

সুলতানা কামাল, নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা